প্রথম প্রকাশ ১ জানুআরি ১৯৩৭

[illegible]

[illegible]

মহাপৃথিবী

১১ ঠাকুরদাস দত্ত প্রথম লেন, হাওড়া ১

প্রচ্ছদপট অলকেন্দুশেখর পত্রী

মুদ্রক কৃষ্ণপদ পাত্র

রেণুকা প্রেস

আমতা, হাওড়া

বাঁধাই অশোকা বাইণ্ডিং ওআর্কস

কলকাতা ৯

উৎসর্গ

বন্ধু

শম্ভুনাথ দে-কে

অন্য কাব্যগ্রন্থ :

নতুন ক'রে : সুরুতে

সূচীপত্র

৭ জন্মভিটার উপর দিয়ে ফিরছি

৯ সে প্রভুর দর্শন নেই

১০ চেতনায় উৎসব নেই

১১ বাজেয়াপ্ত হবেনা

১২ তোমাকে সাজিয়ে এখন

১৩ কেবল তাগিদে

১৪ এস, এবার ফিরি

১৫ সূর্য্যকে সুদূরে রেখে

১৬ অন্তঃস্থলে মায়াবতী ঘর

১৭ পুনর্বার আবর্ত্তনে

১৮ কার আদেশনামা

১৯ প্রায়ই ভুলে যাই

২০ আমরা পরোক্ষে আছি

২১ ভাগফল মেলাবো কোথায়

২২ সময় কঠিন হ'ল

২৩ কারারুদ্ধ নজরুলকে ভেবে

২৪ তোমরা কি উড়িয়ে দিচ্ছ

২৫ আপোষরফায়

২৬ এত কাছে বয়ে যাচ্ছ

২৭ সব দেশ আমাদের দেশ

২৮ মানুষের অন্যনাম এখনো দুর্গঃ

২৯ কেবলই উষ্ণতার খেলা

৩০ বয়েসের সংগে সংগে

৩১ অনাত্মীয় অন্ধকার

৩২ বিলাপ থেকে উদ্ধৃতি

৩৪ মুখোমুখি

৩৫ হারানো অতীত এবং প্রেম

৩৬ দাঁড়িয়ে আছি
৩৭ দাওনতলার মেলা
৩৮ প্রতিদিন নতুন মহড়া
৩৯ শুকোয় না বকেয়ার ক্ষত
৪০ অতিক্রম করে যাচ্ছে
৪১ সাজাতে জানি চিতা
৪২ গল্প জমে
৪৩ সময় ফেরেনা কারো
৪৪ একতরফা প্রেমের মত
৪৫ হাতফিরি
৪৬ একদিন গান শুনবে
৪৭ চড়কতলার মাঠে
৪৮ বিস্তার
৪৮ বাঁকের মুখে
৪৯ সার্থক জন্ম আমার
৫০ সভাপতির ভাষণ

জন্মভিটার উপর দিয়ে ফিরছি

বৈশাখী পূর্ণিমার মধ্যরাতে পরিত্যাক্ত প্রায় জন্মভিটায়
বসছিনা, দাঁড়াচ্ছিনা, কেবল হাঁটছি — স্মৃতিবিদ্ধ।
দ্রুত পদক্ষেপে পরিচিত দৃশ্যগুলি স্বস্থানে ফেরে
এ ভূমির প্রয়োজন নেই আমাকে আর
শোক সন্তপ্ত একটা পরিবারের মত আম-জাম-বকুল
তাল-খেজুর-নারিকেল সবই ছন্নছাড়া নিসর্গ এখন।
মাটির বাড়িগুলিকে ঘিরে সৌন্দর্য-সৃষ্টির দায় আর নেই

কালপেঁচা আক্ষেপ হয়ে' বসে আছে আমড়ার ডালে
বাঁশবনের পাশে তেঁতুলগাছ
ভূত প্রেত নিয়ে
জোনাকির ঝাড়ে স্পষ্টতর — এ কারখানা খন্দ চৌচির সংসারে
শনি দৃষ্টি পড়ে।
পুকুরের ঘোলাজল থিতিয়ে রেখেছে কিছুক্ষণ
ঘাটের অনেক নীচে তলানির মত ক্ষীণ আশ্বাস বুকে বেঁধেই
মরে 'পচে' ফুল ফুটে আছে মাছ — রাত্রির সৃষ্টিতে।

এক সময় পদ্ম ছিল — কাক চক্ষু জলের পাতাল দিঘিতে
খ্যাতিমান জোঁকা
হুঁকা হাতে দশা-সই সাবেকী মানুষটির নিশ্চিন্ত আষাঢ়ে গল্প
জনশ্রুতি আর
আমার শিকড়-আঁকড়ানো জন্মভূমি লতাগুল্ম গাছ
তেমনই আছে,

রাঙাচিতা শেঁকুল আর বাজবরণের বেড়া আর নেই
সেই সব মেয়েদের কলহ বিবাদ মুখর উচ্ছল ঘর নেই
প্রায় কেউ নেই আর
পড়চা, দলিল, আগিনের অংশভাগ সব মিথ্যে আজ
আমাকে টানে না আর জন্মভূমি, অথচ কি যেন মায়া
পিছু নেয়
(জন্মভূমি কি কেবল মমত্ববোধের বিকার মাত্র ?)
বসছি না, দাঁড়াচ্ছি'না, কোন্ অতলান্তে হাঁটছি
স্মৃতিবিদ্ধ—

নতুন ঠিকানায় ফিরছি ভীড়ের নিসঙ্গতায়

সুরের বাসর ভাঙা সংসারে

ক্লান্ত ভাবনায় আহত বিক্ষত নরম বিক্ষুব্ধ চেতনায

ভূত-প্রেত-আলোয়ার আর এক সান্নিধ্যে।

সে প্রভুর দর্শন নেই

জ্বলনের তীব্রতা আছে অথচ অবাক
বাতাস হ'ল না ভারী সুতীব্র চিৎকারে
স্নায়ুর বিস্মৃতি কেন ! গনগনে আঁচের আগুনে
টগবগ ফোটেনি মূল্যবোধ। এখন রক্তাপ্লুত মানুষ কত লাখ
ছড়ানো ছিটানো – উত্তপ্ত হয়েছে ঢের এই সূর্যের সংসারে
যথারীতি, আগুন ধরেছে কৃষ্ণচূড়ায় বাসন্তী স্বভাবে।

মাঝে মাঝে কি হয়। জ্বর মুখে বিস্বাদ লাগে
বিতর্কিত স্বাধীনতা এই ! যে-প্রভুত্ব মেনে নিলে
নম্র নত হওয়া যায় ঈশ্বরের কাছে।
এ শুদ্ধ চিত্তের শুচিতায় বুঝি মানবতা জাগে
সে প্রভুর দর্শন নেই - অথচ উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে ব্রত
কৃষ্ণচূড়া সেও গেছে, বিকল্পে ভাষণ শুনি প্রচণ্ড রোদ্দুরে আমরা প্রণত।

চেতনায় উৎসব নেই

এখানে লাগেনি রঙ্ নগ্নপ্রায় আবীরা পল্লীতে
বাড়ির উঠোনে, পথে রঙ নেই কোন
অতলান্ত আক্ষেপ নির্লিপ্ত যেন নির্জনতায় লীন
চেতনায় উৎসব নেই।
বিবর্ণ দিনযাপনায় কে করবে আনন্দের খেলা
কার সঙ্গে হবে কার প্রীতি বিনিময় ?
মরা মনে কিছুতেই আবেগ আসে না।
পুণ্য হোলী আসে, যায়—
এ পল্লী জানে না
যায় আসে দখিনা, বসন্তের দূত
গোলাপী ওড়না গায়ে উতলা ফাল্গুন
পড়েনি ঝঞ্ঝাটে
ফুল ফোটে, ঝরে যায় অগোচরে
পড়শীরা যে যার ব্যস্ত—নির্বিকার থাকে
কোনদিন নিমগ্ন দর্শক হল না।
কি ভীষণ নিরিবিলি এখন এখানে
পাখ-পাখালির ডাকে শুধু থমথমে
নিরুদ্বেগ বিষণ্ণতা
অতলান্ত এ আক্ষেপ ;
চেতনায় উৎসব নেই আবীরা পল্লীতে।

বাজেয়াপ্ত হবে না

যৌবনে ফেলেছ পা
তবু স্বপ্ন দেখো না যেন নীলাভ দুচোখে।
সর্ষেফুলের রঙ্ ঝরে ঝরে
অবিশ্রান্ত ঝরে
দুনিয়া রাঙানো—
যুদ্ধবন্দীরা সব
বিচারের আগেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে আছো
কতবারই শুনানীর দিন ধার্য হ'ল,
কি রায় আশা কর উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনে?
সব আর্জি চাপা পড়ে' খত হয়ে গেছে
কবে আর ঘুরে ফিরবে আলোর সমাজে?
প্রহসন এখনো অনেক—
বাজেয়াপ্ত হবে না জেনো এ পোড়া নাটক
যার নিশ্চিন্ত নিঃশেষ চেয়ে
স্বপ্ন তুমি দেখে যাচ্ছ নীলাভ দু'চোখে।

তোমাকে সাজিয়ে এখন

তোমাকে এত সাজিয়ে এখন আমিই অবাক মানি
ক্ষণটুকুর নিরীক্ষণে যতই মুগ্ধ হই
অদূরে কী আকর্ষণ আটপৌরে নদী।
গৃহিণী সময় ঢেউ পাঠালে ভাঁটায় জমে গ্লানি
স্রোতের ঢেউ-এ সংসারে ফের ফিরবো অবশ্যই
মানিয়ে চলায় শান্তি আসে যদি
মানানসই কথার খোঁজে ফেরা
তবু কিসের বশবর্তী — বলো
রূপ-লাবণ্যের কোন্ পৃথিবীর গরা
জুড়িয়ে দেবে আদিম কোন নদীর তে – সত্যিই,
তোমাকে এত সাজিয়ে এখন চোখ জুড়িয়ে মরা।

কেবল তাগিদে

বাইরেটা ঘুরে আসি
যখন একান্তই বাড়ীটাকে
একঘেঁয়ে লাগে।
ঘরছাড়া
তাগিদে কেবল তাগিদে
খররৌদ্র, ঝড়-বৃষ্টি, বাতভিত নিরাপত্তা
সব দায়িত্ব আমার।

বাইরেটা জড়ো হলে
বাড়ী ঘর হাসে,
বাড়ী তাই
চোখমেলে দৃষ্টিকে সাজায়।
বাহিরের কাহিনী রোজই
এক হলে'
এক ঘেঁয়ে লাগে,
নতুন গল্পের খোঁজে
ঘুরে আসি

তাই
কেবল তাগিদে।

কার আদেশনামা

অশ্রুটুকু মুছেছিলাম কী সান্ত্বনায় এষে
মোছা যায়নি শোক
অনাদিকালের ছোঁয়ায় অবিরত
এখনো সেই তুষারপাতে সবুজ হারালো
স্তব্ধতায় চোখ।

উৎস খুঁজে, উৎস খুঁজে অশ্রুময় শোকে
শোকার্তেরা স্মৃতির মঞ্চে কী সান্ত্বনায় শোকগাথা গায়!
আজ শুধু ভাঙচুর
অথবা আজ শুধু ভাঙচুর

মঞ্চ ভাঙার সম্মতিসহ এ মন উদাস হলে
উদ্বাস্তু এ স্মৃতির মঞ্চে উর্ধ্বে রাখো প্রশ্ন
এ কঠিন ঋণ জরুরী দিনের নির্মাণ প্রয়াসেই
ক্ষোভটুকু তার সঞ্চয় করি'
কার এ আদেশ নামায
ঢেকে দিতে চাই যে আমি অনন্ত এ শোক!

প্রায়ই ভুলে যাই

ভাল নাম প্রায়ই ভুলে যাই
ডেকে বসি ডাক নামে।
ওরা তো লজ্জায় মরে,
রুষ্ট চোখে চায়
ঈষদুষ্ণ প্রতিবাদ হানে
তবু
ভাল নাম প্রায়ই ভুলে যাই
— এমনিই বিড়ম্বনা !
ডাক নামে বেঁচে থাকে যারা আজীবন
এমন কি মৃত্যুর পরেও
যে নামে তাদের পরিচিতি
সেই সব প্রীতিভাজনেরা
রুষ্ট হয়
এমনিই বিড়ম্বনা !
ভাল নাম প্রায়ই ভুলে যাই —
ডেকে বসি ডাক নামে ....

অন্তঃস্থলে মায়াবতী ঘর

এই সব অনাত্মীয় আলোর জৌলুসে
পরিচিতির বিভ্রান্তি তো ঘটে।
এই ভীড়ে হারিয়ে হারিয়ে প্রতিক্ষণে
অস্তিত্বের পাণ্ডুর সে মুখে আরসীতে কাঁদে।
পরিমিত আলোর অন্তরঙ্গতায় ভালবাসা পেতে কেন
নির্জনে হাঁটে
পথিক সবাই

যেখানে চন্দনে চর্চিত তার নীরব অতীত
ধান দূর্বায় শিশিরের মাখামাখি মূর্ত হয়ে' ওঠে
এই মিঠে কার্ত্তিকের জবায় অফুরাণ আগমণি গানে
অবনত হতে হয় নির্মল বিষাদে
স্নেহাশীষ পেয়ে ধন্য পুণ্য দ্বিতীয়ায়
মাধুর্য্যে মুগ্ধ করে হেমন্ত সকাল।

শত দুঃখ বেদনার ঘরে
রমণীয় উপস্থিতি উদ্ধৃত্ত দৃষ্টিপাতে আঁকা
কান্নাতো মিশেছে এসে ম্লান হেসে বয়েস বিকালো
তবু কেন মনে পাতা একটা আসন
সেও যেন কার হাতে কবে কার বোনা
রঙীন সুতোর অক্ষরে "আসুন বসুন।"
ভাসা ভাসা গভীরের মুখের আদল
সমগ্র এ জীবনের বিস্তীর্ণ পরিসরে আতিথ্যের ব্যঞ্জনা
অন্তরঙ্গতায়
এখানেই পরিচয় ছিল তার রৌদ্রছায়ার পথচারী
পরিচিত স্বজনের অন্তঃস্থলে মায়াবতী ঘর
কখনো সে অনুভব স্তব্ধ নিসঙ্গতায় আত্মীয়তা
যেখানে চন্দনে চর্চিত তার নীরব অতীত

পুনর্বার আবর্তনে

একবার
তোমার সে সর্বাঙ্গের প্রহরী হয়ে সজাগ ছিলে
উদ্ধত ভঙ্গীতে
সারাটা রাত –
শয্যায় শিল্পিত দেহ
যেন কৃপনের পরশমণি সে যৌবন,
দূরত্বের ব্যবধানে একান্ত আয়ত্তে রেখে নিজে
ছিলে কেন স্পর্শ ভীরু মোমের পুতুল !

প্রমত্ত প্রত্যঙ্গগুলো রোমাঞ্চ জাগাতে তাই
অবশেষে নির্বিকার
কিছুতেই ছুঁতে পেল না লজ্জাবতী বুড়ি ;
অনুযোগ, আকুতি আর প্রার্থনার মৃত্যুময় রূপ দেখে
পঞ্চসতীরা সেদিন তোমাকে তারিফ করেছিল।

সেই তুমি
কয়েকটা বছরেই নিয়তির বশে
শিশুমেলা বসিয়ে জীর্ণ মলিন স্বল্প বাসে
বসেছিলে আঙিনায় ;
আমি আতঙ্কিত !
যখন আজ করেছি উপভোগ সারা উঠোন জুড়েই
পাতা বাহার, রজনীগন্ধা আর গোলাপের সে আলাপ
গভীর পাঁচিল তুলে একান্তে একনিষ্ঠায় সাজিয়েছি সংসার।

আমার উন্মুক্ত দরজা বন্ধ করা যাচ্ছেনা এখন
আমার কী আত্মমগ্ন মূর্ত্তিটা ভেঙেচুরে একাকার।
সে অজস্র মুখে নড়ে' চড়ে' আকর্ষণ তুলেছিল
আমি অভিযুক্ত আজ
তুমি কী যৌবন বলো জীবনযাপন করো বিবর্ণ এ মোমের পুতুল !

এস, এবার ফিরি

এস, এবার ফিরি।
ট্রেনে উঠেই রুমালখানি নাড়িয়ে গেল সে—
দেখলে তো, ও কেমন খুসীমনেই বিদায় নিল।
সবুজ ফ্ল্যাগ উড়িয়ে গার্ড ঢুকে গেল কামরায় নিরুদ্বেগ
নিমেষে এক দৃশ্য দিল সময়টা
দীর্ঘশ্বাসে ফুটেছে কার কিসের আবেগ।
কোথাও যেন কান্না ছিল
ম্লান মুখে যে, তারই পিছু পিছু
প্ল্যাটফর্মে হাঁটছি
আমরা যেন মৌন-মুখর হাঁটছি।

বিদায়ীর সে-সঙ্গ ছেড়ে বিমর্ষ কেউ সন্ধ্যামুখে
হিমেল হাওয়ায় শরীর ঢেকে
আমরা সবাই এ ওর পানে চাইছি!

এস, এস আরো দ্রুত, এবার ফিরি বাড়ি
অনেক মুখ দেখতে দেখতে, দোকান পসারি;
মনগুলো সব আগোছালো—
গুছিয়ে নিতে, ঘরের হতে
সব কিছুকে বিদায় দিয়ে এস, আমরা সেই কিনারে ভিড়ি
আমরা কারা ঘরে ফিরেই হবে চেনা
একান্তে সব -
এস, এবার ফিরি।

সূর্য্যকে সুদূরে রেখে.

মুক্তির খবর পেলাম —

শুধু উর্হ্য থেকে গেছে অগ্নিগর্ভ অন্তরীণ দিন
উষ্ণ রক্তের সঞ্চালনে ঘুরপাক খায় স্বপ্নেরা,
সুপ্তির আচ্ছন্ন সত্তায়
সংঘাতে অসহায় ছিল
বাইরে দুর্বহ দিনে উদয়াস্ত পরিশ্রমী হাওয়া
রূপালী পর্দার দৃশ্য হয়ে' ফিরিণি কখনো
— আমাদের সবুজ মাঠে জীবনের কৃতিত্বের দাবী
কেবলি সোচ্চার।
কয়েকটা জালিয়াত প্রতিনিধি
মুখপাত্রের নামে ঢের চালিয়েছে ভীষণ বজ্জাতি
বজ্রের শব্দেরা ম্লান তাদের হুকুমে।
জল হ'তে পারিনি আমরা, শুধু সজল নয়নে
হতবাক বরফ জমাট
পড়েছিনু ইতঃস্তত ভার হয়ে' নিজেদের অবরুদ্ধ প্রাণে।
সূর্য্যকে সুদূরে রেখে কেন শুধু নামিয়েছে শীত
আমাদের জীর্ণ ঘরের কড়িকাঠে
অকালে মরেই গেছে কত শত শুভেচ্ছা আশীষ।

আমরা পরোক্ষে আছি

এখানে আসতে হয় দায়বদ্ধ জীবনের উত্তাপের ভোগে
অস্থির সে উপভোগে আসতে হয় ঝলমলে আলোয়
পরিচ্ছন্ন পরিবেশে — অংশতবী খরচ মেটাতে।
এখানেতো সারি সারি দোকানপসারি আকর্ষণ তোলে,
মানুষের প্রয়োজনে মানুষ তৎপর
যার যত সাধ্য আছে, হাসাচ্ছে বিপনি উদ্ধৃত চালে
রঙিন মোড়কে মশগুল পণ্যের ধার্য্য দরদাম—
স্থানীয় কর যোগ করে' সততার বৈশিষ্ট্যে মেলাই
বিক্রিত হাসির মূলধন।
পণ্য মূল্য স্ফীতস্ফূর্ত নানাবিধ ট্যাক্সের বোঝায়.
রকমারী চাঁদার দাবিতে,
আমরা পরোক্ষে আছি উহাদের সাধ্য সাধ নিয়ে
ওতপ্রোত ; নিত্যকার জীবন নির্বাহে ঘাটতি মেনে শুধু
ব্যথার হিসাব কষে মনে মনে
নিস্ফলা মাঠ নিয়ে ইতঃস্তত বাবলার ঝোপে
জোনাকি ছড়ানো বিষন্নতায়
এ ব্যাপক অন্ধকারে
মিলিয়ে যাইনি আমি দায়বদ্ধ সংসারে ম্রিয়মান হীতে।

ভাগফল মেলাবো কোথায়

মেয়াদ উত্তীর্ণ, তাই ফিরে তো যাবে সে
আসা বা যাওয়ার এই পথে তার পায়ের উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে
গোধূলি নামবে ঠিক শেষ নমস্কারে।

আসন্ন ধূসর লগ্নে জীবনের স্থরু
বিষণ্ণতা কী দু'ভাগ ক'রে কুয়াশা কী ঘটাবে ব্যবধান
ভাগফল মেলাবো কোথায়
পত্রাঙ্কের হেরফের যদিও উত্তরে।

রঙের যাদুতে সব উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সমস্ত স্খালন
পতন মূর্ছার ঘোরে সব ত্রুটি সন্নিবেশ ক'রে
মনেও রাখবো নাকো কিছু কিছু ক্ষুব্ধ আচরণ
মানসিক ভারমুক্ত সফল কৌতুকে
চরিত্রের রূপরেখা স্মৃতির কঙ্কাল,
অবিকল সেই ভঙ্গী সেই কণ্ঠে কথা
সগর্ব ঘোষণা যত, উদ্ধত বিনয়
উৎক্ষিপ্ত এ ধূলিতে ইন্দ্রজাল মেশাবো রঙের
তাই কখনো কৌতুকে।

সময় কঠিন হ'ল

কি জানি কখন অতর্কিতে আহত হতে হবে, হিংসার উৎসবে
চতুর্দিকে – সন্ত্রাস
মানুষ কোথায় আজ নিরাপদ জীবনের আশ্বাসে।
সময় কঠিন হ'ল, অনাহত অতীতের স্মৃতি নিয়ে অবিশ্বাস্য গৌরবে
চোখ জ্বলে আজগুবি যুগের নিরিখে
হয়ত বা ভালবাসে পরাধীনতা – ইঙ্গিতে আভাসে
রক্ত, ফাঁসি, দেশপ্রেম – মূল্যায়নে নিজেকেই ধিক্কার জানায়
ভাঙা বুকে হতাশার বর্ম এঁটে কোথায় দাঁড়াবে
ঋণে ঋণে নিমজ্জিত শিরস্ত্রান মাথায়
নির্জন সীমান্তে কিংবা ভাবনার অভ্যন্তরে হবে আবাসিক
বিগত দিনের মনে অঙ্গীকার রেখে প্রত্যাশা হারাবে!
ঠিকাদারী আগ্নেয়াস্ত্রে নিরাপদ হয় কার জীবন, সম্পদ
ভারী বুটের আওয়াজ তুলে সড়কি ঘুরিয়ে
—অদূরে জ্বলছে ক্ষেত—খরার আপদ;
দিগন্তের পারে সব জনপদে দারিদ্র
অকেজো গভীর কূপে বিপ্লবী গাগরী ভরে নেয়
সবুজ স্বপ্নের খুঁটি প্রহসনে একজোট বিদ্যুতের ঘাঁটি
হেলে দুলে নগ্ন নৃত্যে কেন যেন হেনেছে ভ্রুকুটি।
সময় কঠিন হলে
বয়েসীর চোখে জ্বলে সেই সব নিশ্চিন্ত দিনগুলি
তরুণের স্বপ্নে আজ মহা সর্ত আরোপিত ঋণে
'সহজ কিস্তির' বোঝা টানে।

কারারুদ্ধ নজরুলকে ভেবে

কেউ আর প্রতিবাদমুখর লেখেনি কোন চিঠি
তীব্র তেমন ভাষায় অগ্নিবর্ষণে পুড়ে যেতে পারে
কারাদপ্তর।
অথচ আশ্চর্য, অবাক—
কটা দশকের লাঠি, গুলি, কাঁদানেগ্যাস
আটক এবং পর পর ঘটনায়
কী মন্ত্রে লেখনী সব নিরুদ্বেগ রয়ে গেছে!

ওরা তো মশগুল আছে নিজেদের চেতনা হারিয়ে,
কে শুনবে কার কথা রমনীয়তার সযত্ন ঘেরাটোপ থেকে।

পুঞ্জীভূত ক্ষোভের ফলশ্রুতি তুমি কি নজরুল?
তাই কি বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে' নিস্তব্ধ নিথর?
অথচ এতদিনে
ভীষণ অন্যায় আর অবিচারগুলো
অভিনব প্রশ্রয়ে পাহাড় হয়েছে।

এখন মুখর হলে ষড়যন্ত্রীর অস্ত্রে তুমি কি নিখুঁত
জেলে বসে হয়ত বা নিহতই হতে;
কিংবা কোন সর্তে ছাড় পেলেও জীবন্মৃত তুমি
কিছু বলতেও পারতে না অনায়াসে
মুখে যা যা কথা আসে।

তোমরা কি উড়িয়ে দিচ্ছ

এক ঘড়ি অন্ধকারের প্রতিপদ নিয়ে বসে আছো - তোমরা কারা ?
স্লুইস গেটের চাতালের উপর গল্প বসে
তোমরা বন্ধুরা সব বুঝি
দুঃসময় জুড়িয়ে নেভাও জোনাকীর মত জ্বলন্ত সিগারেট ;
আন্তর্জাতিক আলোচনার মুখরতা মেশাও
ধূসর জলের একটানা প্রবাহ - শব্দের ।
আবশ্যিক জমার মত জমাট চিন্তা কিছু দ্রবীভূত হয় –
নারী আসে প্রসঙ্গ ব্যতীত
শব্দগুলো পরস্পর মিশ খায় কিনা রসায়ন জানে ?

তোমাদের গান কই ?
কিছুটা বেসুরো হোক, তবু উচ্ছ্বাসে এই পটভূমি
কানায় কানায় উচ্ছলিত হত
যেমন দেখেছি আগে –
– এবং শুনেছি
বিশেষতঃ শরৎ আর বসন্তের বৈকালিকী ভ্রমণে
উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় এই আসনে
রবীন্দ্র, রজনী, অতুল
অথবা নজরুল ।

এক ঘড়ি অন্ধকারের প্রতিপদে তোমাদের প্রতিবাদ আছে জানি
অলীক ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি
কুচি কুচি করে ছিঁড়ে তোমরা কি উড়িয়ে দিচ্ছ
নির্বিকার জলে ?
জ্যোৎস্না উঠলে তোমাদের ম্লান মুখ
দেখতে ‥ দেখতে‥‥দেখতে
পূর্বসূরীদের ভূমিকা ভাবতে ভাবতে
আমার ভাবনাগুলো মিশিয়ে দিতে হবে
একটানা প্রবাহ – শব্দের ।

আপোষরফায়

এখন আর ভালবাসা নিবিড় এবং গভীরে অন্তরীণ নেই

এখন আর ভৎর্সনার শরশয্যা কেউ পাতেনি
আদিগন্ত বিস্তৃত
সমগ্র পরিচিতি জুড়ে — জীবনকাল।

এখন প্রকাশিতময় প্রেমের কথোপকথন
যন্ত্রযোগে উচ্চগ্রামে ধ্বনিত
অনেক আলোর তীব্রতায় ধাঁ-ধাঁ শুধু

অনেক ছায়ার ঘনিষ্ঠতায় অন্ধকার

আমাদের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিবদ্ধ সংসারে জীবনবীমার কদর
ভালই জমেছে
নিয়ত
প্রতিনিয়ত আপোষরফায়।
অভিযোগ যত অনুযোগে রূপান্তরিত ক'রেও
মূল কাহিনীর অভিমান
অজস্র অনুবাদে যা হয় —
মর্মে মর্মে নিস্ফল ক্ষোভে জ্বল্‌ছে !
বিনম্র হবার বিবর্তনগুলো
সঙ্গতি হারিয়ে সুস্পষ্ট এখন —
এখন কান্না ঝরাবার নির্জনেও কোলাহল ছোটে

ভালবাসা আর নিবিড় এবং গভীরে অন্তরীণ নেই।

মানুষের অন্যনাম এখনো দুর্গত

কত-কি-যে ভেসে গেছে, ডুবে তলিয়ে গেছে
এখানে
পরিচিত মুখ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন
কেউ কেউ উঠেছে ভেসে ঘোলা জলে
দুঃস্মৃতির মত।
সনাক্ত ক'রবো কাকে – কে ক'রবে তদন্ত কাহার
গলিত বিকৃত দেহ সেই সব বন্ধুরা নিখোঁজ;
ভাসমান খোড়োচাল থেকে আর্তস্বর ভেসে আসে দূরে –
কাছে, মগডালে অহিংস বিষধরের সহবাসী ওরা কারা?
ওরা কি মানুষ?
কী ভীষণ নির্জনতায় শব বিভীষিকাময়!
কঠোর যন্ত্রনায় কেউ কেউ নিশ্চল অশ্রুহীন পাথরের মত –
এখানে আকাশ তোলপাড় করে শুধু এক
শব্দ আগন্তুক
সাহায্য সহানুভূতির প্রশ্নে তোলপাড় মানুষের মন ডাঙা খোঁজে·
আমরা অগাধ জলে কিংবা জল বেষ্টিত সবাই

কত-কি যে ভেসে গেছে, তলিয়ে গেছে প্রতিশ্রুতি
যত বিস্মরণের বাণী গভীরে পচে হয়েছে দূষিত
সাজানো গোছানো সব দৃশ্য-রূপ সম্পদের ক্ষতির হিসাব
মেলালে অঙ্কেরা হারায়

মানুষের অন্যনাম এখনো দুর্গত।

কেবলই উষ্ণতার খেলা

যে আগুন খুঁচিয়ে তুলেছ
এই আঁচে, আয়ুকাল তার কতক্ষণ বলো।
একটুকু উষ্ণতা নিয়ে
ছাই-ভস্মে মেজে ঘষে অবশেষে অন্ততন ভালোবাসা
এ আমার পানপাত্র ধুয়ে মুছে
পরিচ্ছন্ন হলে সার্থক, ধন্য হই তুহিন শরীরে।
কিসের মিতালি এত,—এই প্রশ্ন
সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছি সর্বত্র যত রহস্য আবেগে ;
অক্লান্ত আদিমতাময় এই দেহ এত বর্বরতা
বিচ্ছেদের বিবর্ণতা
সময়ে সময়ে কত সং সেজেছে তো অভ্র-আবীরে।
আমরা মুখোমুখি সলজ্জ আড়ালে সহস্র বৎসর
পুরণো কথার পুনরুক্তি জড়াই
নির্জনতা খুঁজি যত আক্ষেপে, আদরে
কেবলই উষ্ণতার খেলা পরাগে রাঙানো
অথচ অমর্ত্যলোকে যাবার প্রস্তুতি
চিরায়ত কামনার শঙ্খগভীরে

বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে

বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে কার ইচ্ছায়
রক্তের চঞ্চল স্রোতে
কাগজের নৌকোগুলো ভাসে
পাহাড় পেরোনো নিরুদ্দেশ নদীর উপরে
স্থিতধী আকাশে
উধাও মেঘ
পলাতক পাখীদের কাছে
কতবার অকারণ যাতায়াত ঘটে।
দিগন্তের প্রবেশ দ্বারে ঘুরে ফিরে এসে
জাগর স্বপ্নে ভরে থাকা অদম্য ইচ্ছায়
রোমাঞ্চিত কন্যাদের মন ছুঁয়ে গড়ে ওঠে
সুরম্য বসতি।

বয়েসের সংগে সংগে
রক্তের দুরন্তপনায় সুদূরিকা প্রকৃতিও
প্রমত্ত প্রমোদ কখন
এক-ঘর পাত্রের রূপ ধরে।
প্রতিরক্ষার জন্যে যৌবনের সমস্ত শপথে
প্রশ্রয় পায় ক্রমে পাণ্ডুরতা—
প্রৌঢ় কুয়াশায় ঢাকা নিস্তরঙ্গ নদী যেন
আদিমতা নিয়ে
বিস্মরণে
বরফকুচির নৌকোগুলো নির্জনে ভাসায়।

অনাত্মীয় অন্ধকার

তন্দ্রা, ঘুম জাগরণে একা কী-রাত কাটাই সেখানে ;
রাত্রির হরেক শব্দে সচকিত উৎকণ্ঠিত আমি বার বার
ছম ছমে ভয়ের কালো হাত সারারাতই হাতড়ায়।
এখানে দেখছি বেশ জমকালো যুগের সম্রাট
রাজকীয় বেশভূষা – জরি, চুমকী পুঁতির কারু কাজ
সখী, রাণী, সভাসদ, মন্ত্রী, প্রজা ও সৈনিক –
সাহায্য রজনীর পালাগানে।

বিরাট তাঁবুর ভিতর এত মুখ, আলোর রোশনাই
তবু ফিরে ফিরে উঁকি-ঝুঁকি – একা··· অন্ধকার···
উৎকণ্ঠিত রাত
শিশুদের নরম চঞ্চল আচরণ ;

নাচের বাজনার সংগে অদ্ভুত কেমন
এই সব খাপছাড়া বিপন্ন ভাবনা।

যুদ্ধের বাজনা সুরু হতেই আবার
ঘুমন্ত বালকের মত তড়ি-ঘড়ি উঠে পড়ে' দেখা
পিছনের রাজাদের কঙ্কাল।
সময়ের ব্যবধান কতটুকু আর
তবু রাজকীয় বেশভূষা।
পিছনের যুদ্ধক্ষেত্রে তবু উঁকি-ঝুঁকি
– সেখানেও মুখোমুখি অনাত্মীয় এই অন্ধকার !

বিলাপ থেকে উদ্ধৃতি

(ঘর আর হ'ল না কোথাও
পরিদর্শনের মত এক একবার যাই
দেখতে দেখতে একটা বৎসর কেটে গেল)

কী আর দেখতে যাবো
নাটকটা হারিয়ে গেছে
নোনা ধরেছে বাস্তুভিটায়, ঘুঘু চরছে
স্বপ্নের সবই শেষ।
কোন্ মাটির সংস্কার হবে ?
কেবল শ্মশান — কেবল সমাধি
কঙ্কাল আর পোড়া কয়লার গুঁড়ো
আমার পায়ে পায়ে দলিত পূর্বপুরুষ
আমার করজোড়ে বিষণ্ণ প্রণাম
নিয়ত আমার পিছু ফিরছে ভয়, ভূত, আশংকা
যারা আছে, তারা আছে ওখানে
যারা থাকবার তারাই
এখন একটু ভালবাসে, কুশল প্রশ্নে চকিতে
মায়া জাগায়, মনটা ভরে।
শহরের উপকণ্ঠে আমি পরবাসী,
ঘর আর হ'ল না কোথাও
ফিরতেও পারছি না আর
পরিত্যক্ত শ্মশানে আবার
(এই ভাবে হাঁটি – পণ্য আর প্রাচুর্যের
মধ্যে, বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ি)
দ্রুতগামীদের জন্যে কেবলি পথ ছাড়ি
পথটার প্রান্তে কখনো — কখনো একেবারে
মাঝখানটিতে হাঁটা
আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে যে-সব ভাবনা
এবং যন্ত্রনার সৃষ্টি হচ্ছে যে-ভাবে
তার আর নিষ্কৃতি নেই।

আমার পৌঁছানো, ফেরা
মোড়, বাঁক, পথচারী, ভীড়
যানবাহনের জট, প্রাচুর্য
এই সব পার হতে হতে এক-শেষ।
অথচ ব্যস্ত মানুষ, পণ্য-সম্ভার
এই আমাদের প্রাণকেন্দ্র
ক্লান্তিকর উৎসব প্রত্যহ!

(আত্ম অনুভবে হতাশ্বাস ছাড়া আর কি জোটে)
এই কটা কথা আমি লিখে লিখে
প্রায়ই ছিঁড়েছি -
'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'—
এই কথা আমি অনেক ভেবেছি
'আত্মহত্যা পাপ'
টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া এমন সব দিন
অনেক যাপনা হ'ল
দুর্ভাগ্যের সংগে সংগ্রামে কেউ দেখেনি
রক্ত ঝরতে
তবে রক্ত কি ভিতর থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে?
অথবা সময়ের মত জল হয়ে চলেছে
লাল স্রোত — অদৃষ্ট
ঈশ্বর নির্ভর জীবনের জঞ্জালে কর্মফল
আর নিয়তির কি নিষ্ঠুর অবস্থিতি!

কখনো নিজের হাত দুটি মেলে ধরি
রেখাগুলো পড়তেও পারি না ছাই;
সময়ের হাঁকে আবার উঠি
আকাশের ছায়া-ধরা স্ফটিক বুদ্বুদ;
নাড়ীর স্পন্দন খুঁজে টের পেতে চাই
জন্মদাতা
আর - আর সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ
ত্রিশঙ্কু সবাই।

মুখোমুখি

পশ্চিমে শ্মশানঘাট, রাস্তার পূর্বপ্রান্তে বাসা
বাসার ঠিক পাশেই দশকর্মা, জ্বালানী কাঠের দোকান
দোকানে উনি, বাসায় আমি আর হাঁড়ি কলসী কাঠ

সারাদিন শব যায় – সারারাত বিকট চিৎকারে হরিধ্বনী
অন্তরাত্মা কাঁপে, তবু দেখি শবযাত্রা, দেখব না ভেবেও
পশ্চিমের জানালা খোলা থাকে, চিতাচুল্লী ধোঁয়া

উনুনের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে, জল ঝরে অন্তিমে
আমাদের দোকানের কাঠে অরণ্য মুখ কি দারুণ পোড়ে
সাজানো থাকে না আর চিতার শয্যা, সাজানো শরীর

রাত্রির গভীরে সচকিত কতদিন বিনিদ্র আমরা
উদ্বেগ আকুল প্রশ্নে পরস্পর তাকাই অন্ধকারে
আয়ুকালের আশংকা জাগে – কেবলই আগলাই

নিদ্রিত বংশধর – আমাদের ভবিষ্যৎ – কাঠের দোকানি
যার দিন নেই, রাত নেই, ছুটি নেই –
কেবলই সাজাবে
হাঁড়ি কলসী কাঠ ; – একদিন আগুন নেভাবে
পশ্চিমে শ্মশান ঘাটে,
হাঁড়ি ভেঙে শোকস্তব্ধ পূর্বমুখী ওরা
পিছনে তাকাবে না একবারও, ফিরবে বাসায়
অনিবর্তী কালের ম্লানমুখ চিরন্ত শ্মশানে !

হারানো অতীত এবং প্রেম

যখন পুরণো কথাই উঠলো, আমাকে ফিরতে হবে
দুরন্ত দিনের স্মৃতিতে দ্যুতিময় উৎসাহ অন্বেষণে
রঙচটা বাক্সের একেবারে নিচে একগোছা চিঠি
বিচ্ছেদ কেমন করে আসে তার ধারাবাহিক কাহিনী
বাবুইয়ের বাসা শুদ্ধ তালগাছ মুণ্ডহীন কেন
কবেকার বজ্রপাত ?
পতিত জমিটার নির্জনতা, আগোছালো বাগানটায় এস
নিসর্গ, যা কিছু ভাল লাগার সব ঘুরে ফিরে
সিদ্ধান্তে আসতে হবে পরিত্যক্ত ভুতু'ড় বাড়ীটায় কার নিরাপদ আবাস

এ আবার বঙ্গভূমির উপকথা
হারানো প্রাপ্তি ঠাঁইগুলোর নির্দেশ।
অভিজ্ঞ বন্ধুরা এখন আর সময় পাচ্ছেনা
আমি যাই—আমি একই, হারাণোর আবিষ্কারে
এই টিবিতে কিছু খোঁড়াখুঁড়ি, হয়ত অকারণ
অতৃপ্তির চেতনা ছড়িয়ে পরিতৃপ্ত
সবুজটা হলুদ হলেই প্রত্যাবর্তন
ধূলোকে ধন্যবাদ সব কিছু ধূসর করে
সব কিছু মাটি করে, মাটিকে প্রণাম।
আগুনের উপর গভীর আস্থাতে অঙ্গার
তাও নিশ্চিহ্ন
আমাকে ফিরতে হবে অশ্রুআপ্লুত কাকজ্যোৎস্নার ভোরে
ক্রমশঃ দূরে, সুদূরে মিলিয়ে যাবে
নিরাসক্ত লীলাভূমি, কোলাহলে মোড়া গস্তব্যস্থলে
স্থাবর আর অস্থাবরের অমোঘ আকর্ষণ এখন স্তব্ধ
আর সব কিছু অনর্থ মনে হলেও স্থির থাকবে
অতীত, বাঙ্ময় দৃশ্য অন্ধকার এবং প্রেম।

দাঁড়িয়ে আছি

খুঁজে নেব, মিলিয়ে নেব অস্পষ্ট পরিচিত মুখ
কবে দেখা হয়েছিল
একবার
আলতো আলাপ অবয়ব

এই আমি দাঁড়িয়ে আছি
হঠাৎ — হঠাৎ ভীড় আমার চতুর্দিকে
ট্রেণ থেকে, বাস থেকে, সিনেমা থেকে মানুষের উচ্ছ্বাস
আমাকে নিরীক্ষণ করতে হচ্ছে
দূরে
অদূরে উৎকণ্ঠার ঝলক দৃষ্টিতে

যেমন
চাঁদির চশমার ভিতরে ছানিপড়া ঘোলাটে দুই চোখ
খোঁজে স্মৃতি — কটা দশক পিছিয়ে যায়
তারপর হেসে ওঠে সাগরের হাসি
যেমন
অনেক রাতে যে যুবক পথ চলতে হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে
কিংবা ধান রুইতে যে কৃষাণ স্বতঃস্ফূর্ত সুরে
সম্মোহিত করে সারা মাঠ

এখন দাঁড়িয়ে আছি ফুলের দোকানের পাশে
সেই উৎসুক চমকে
উৎসব অতিথিকে পেতে চাই
আসবার কথা তার
উচ্ছ্বাসিত হাসির শুভেচ্ছায়
সমস্ত চেতনায় এখন উদ্বোধনী গানের মহড়া
নবীন বরণের প্রাক্কালে বেঁধে রেখেছি দেবদারু পাতারতোরণ

দাওনতলার মেলা

দাওনতলার হাটে পয়লা মাঘের মেলায়
মূলতঃ যাত্রাগানের আকর্ষণেই যাওয়া,
— এ ধারণায় আমার সংগে অন্য যাদের মিল
এবং গড়মিলেতে নাগরদোলা. ম্যাজিক বদল-হাওয়া
কেনা কাটায় ভীড় জমিয়ে খুলেছে সব দিল !

মেলামেশা - অনেক কথা বলার জন্যে,
নিবিড় হওয়া — একটু কোথাও কাঁদার জন্যে অন্ততঃ
একটু বেশী অকারণের আড্ডামাফিক হাসিতে ,
অস্থায়ী এক দোকান-দেওয়া বন্ধুকে
সবটুকু আর হযনি বলা অসংকোচে অন্ততঃ।

গ্রামে-গাঁথা চতুর্দ্দিকে আড়াল সব
সবদিকেতেই লোকের আনাগোনা
দৌড়ে-যাওয়া চওড়া পথে এবং খালের বাঁধে
নাগাড় হাঁটাহাঁটি — ;
মাঠের নাড়া ভুমড়ে পায়ে পথ হয়েছে খাটো
তিসির ক্ষেত মাড়িয়ে আসতে-যেতে গল্পশোনা
সময়ের সলতেটুকু কমিয়ে রেখে চলন ছিল মাঠো।

নানা মুখের আদল যেন ফুলের স্তবক
যেন আগাম চেনা জানা
কি যেন কি পেয়েছিলাম প্রদর্শনীতে ;
খোলা-মেলায় কেমন বাঁধা একটা দিনের আস্তানা
স্থানান্তরে রাত কাটানো এমন শীতে
জানতে ইচ্ছা কি রোমাঞ্চ নগদ বেচাকেনায়
আবার মেলায় আবার যাওয়া যদি ঘটে
তোমার আদল থাকবে এখন
দোকান দেওয়া ঘটবে হাটে ?

প্রতিদিন নতুন মহড়া

উদ্বোধনের আগেই শোনা হয়ে গেছে সমাপ্তি সংগীত
আমাদের শেষ মহড়ার।
অস্তমতায় পৌঁছে যাওয়া ভূমিষ্ঠ শিশুকে
কান্না ভোলার কোলে নিয়ে কাঁদে এই সেই মঞ্চ।
কিছু কিছু সাজগোজ দেখা হয়ে গেছে
সুরুর আগেই সাজঘরে
এই মৃত্যুর চেনামুখে বিদ্যুতের আলোর ঝলক
বেহালার ছড়েটানা কিছু কিছু কাঁপা ঢেউ ওঠে
তীরের জীবনটাকে রোমাঞ্চ জাগাতে কী আসে ;
দৃশ্যেরও কিছু কিছু
মেঘে লাগা সব রঙ্ জানি মুছে যায়
দূরে দূরে অন্ধকার—কোথাও কোথাও
ঝিঁ ঝিঁদের বিরাম-বিহীন শব্দ আসে
শ্মশানের কলসীতে
প্রতিদিন উদ্বোধন
প্রতিদিন নতুন মহড়া
প্রতিক্ষণে মঞ্চস্থ আমাদের জীবন নাটক
অস্তিমতায় পৌঁছে যাওয়ার আগে
ভূমিষ্ঠ শিশুকে রাখে, মঞ্চেতে আবার।

শুকায় না বকেয়ার ক্ষত

এই মুহূর্তে কি ভাবছো ভাবনা কি থাকে না অন্তরীণ ?
কার, ক্লান্তি জুড়িয়ে কে ঝিমায় আদিগন্ত—
অসুস্থতাকে হিসাব-নিকাশের খাতে বেঁধে
বরাদ্দ হয়েছে সময় ঠিকই।
এখন দু'চোখে শুধুই কুয়াশা ছোপ
বকেয়া ধার বাকিই
দৃশ্যমান করতে চাইনি দুরন্ত সোনার হরিণ।
অগ্রিম অন্ধকার নামতে দেখ সোনালী দৃশ্যপটে
দশদিকই বিভ্রান্তি ভরা
রঙ্গ দেখছো চিমনির ধোঁয়ায় পালিত ভালবাসার
সংসাব মিশিয়ে।
কি কুক্ষণে ভালবাসো অকপটে
দায়বদ্ধ হতে আত্মহননের একাত্ম চিন্তায়
মুক্তির এই মাত্র পথে বাৎলে দেয় কানে কানে
বীভৎস কোন কালো মন্থরা।
পুনর্বার ফেরাও নিজেকে
ভোগ-সুখ-সম্ভোগের পৃথিবীর রোদের জীবনে,
নেচে ওঠে পুলকি অপ্সরা।
তার ইচ্ছায় জড়ানো তবু যন্ত্রণায় অস্ফুট গানে
ভিতরের ভাবনা কে ঝুলিয়ে রাখে
কাপালিক মেঘের মত;
প্রাত্যহিক উপস্থিতির দায়িত্ব নিয়ে বাড়ন্ত তেজে সংযত
সেই তো ঘরেই ফেরা বিশ্রামের টানে
খুলে যায় ওপার থেকে বন্ধ কপাট,
হিসাব-নিকাশের খাতে বাঁধা জীবন তোমার
শোধ করে ঋণী হয়, ধার দেনা শোধ
ঋণের চক্রান্তে আবার ঘটে তো বিভ্রাট
আত্মহননের পৌরুষে শুকায় না বকেয়াব ক্ষত।

অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে

দূরে, অদূরে পাশ দিয়ে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে রমণীরা
অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের মত
দৃশ্য হয় — মিলিয়ে যায়, স্পর্শহীন
অনবরত ছবি
তবু রঙ-রেখা শূন্য নিরুদ্দিষ্ট আমার যা কিছু
সত্তা আর সত্য
জীবনটাকে খুঁজতে খুঁজতে কোটরে নির্বাসিত
তাও তো ক্ষণিক
আমি কতদিন — কতক্ষণ থাকতে চেয়েছি ওখানে
— কতটুকু ছিলাম !
আবার নিক্ষিপ্ত
বার বার অসহায়
ক্লান্তিময় সেই একা,
ঘুমের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি এখনো
আমি বেদ
আমি অভেদ
বিরহ অনন্য
পরক্ষণেই আমি বলি শব্দহীন চিৎকারে
কিছু নয় কিছু নয় আমি
অস্তিত্বে যুগপৎ যন্ত্রণা আর জরভোগ চলছে
চার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে
মহার্ঘ সময়, অশেষ রমণীরা·········।

সাজাতে জানি চিতা

কিছুক্ষণ
ওখানে গেলেই খোস মেজাজের গল্প,
কাজের পরেই ফিরতে কিছু দেরী হয়ত হবে
নিঃশব্দেই বেজে যাবার সময়টাকে নিয়ে
যদিও জানি চলেই তুমি যাবে
জানবে সোজা জমে গেছি উত্তাল হাস্য রোলে ,
আড্ডাবাজ হৃদয়টাকে বাজিই রেখে দিযে
সাজাতে জানি চিতা।

দেখো তবে দূর থেকে ঝলসানো সেই দেহ
অমানুষ সেজে আছি
কত আর সদ্‌গতি চাই ?

এখানে আগুন নিয়ে চিরকাল আছি
কতদিন কতকাল
চিরকাল !
শেষরাতে কেউ এসে খুঁজলেই
নিয়মিত জ্বালবো সকাল ।

গল্প জমে

আবার কিছু গল্প জমে নদীর মনে
কাকজ্যোৎস্নায়।   আবার নতুন আলিঙ্গনে······

রাতভোর তৃণাঞ্চলে শিশির ঝরে
পাহাড়ী ঢল — আদিম নদী বসিয়ে রাখে, ঢেউ দেখায়
দূরের শৃঙ্গে দৃষ্টি চলে না আর
জ্যোৎস্নায় ম্লান উপত্যকা কেবলই কুয়াশায় পলকহীন
ভবিষ্যতের কী রূপরেখা আঁকে!

আমি মোহনার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃসঙ্গ বিরাগে
প্রণতি জানাই সমুদ্রকে
আমার হাত দুটি সে মেলে ধরে বিষণ্ন নির্জনে
আমাদের আগুন যত নিভতে নিভতে
ছাই হয়ে যায় — দাহ শেষ!

আমাদের যুদ্ধ শেষ, শিবির ভাঙার আয়োজনে
কিসের প্রদাহ তবু, কিছুক্ষণ কথা ফুরায়
আমরা পরস্পরের কাছে কিছুটা নিরুদ্দেশ

পাহাড় ভাঙা পাথর যেন স্রোতের টানে
গড়িয়ে যায় অল্প দূরে; সন্ধি করার এ সর্তে
আবার কিছু গল্প জমে নদীর মনে
কাকজ্যোৎস্নায়, আবার নতুন আলিঙ্গনে····

সময় ফেরে না কারো

কে কার শুভার্থী বলো   সমব্যথী অকৃপণ হাত
দু'চোখের অন্ধকার মুছে কে পারে জ্বালাতে বলো
আলোক-বর্তিকা

সব সময় দুঃসময় এখানে
কে কার ফেরাবে সময়
কে আর বলবে 'সুপ্রভাত।'

একযোগে ঝড়-ঝঞ্ঝা
বজ্রসহ অশান্ত বর্ষণে
সঙ্কীর্ণ এ পৃথিবীর সবদিন এমনই দুর্দিন ;

নবজন্মে আনন্দ নেই কোন
তিরোধানে দুঃখ নেই তেমন গভীর ;
অস্থায়ী সব শোক
অশৌচ কেটে গেলে ভয়ংকর একা একা দিন।

দিন আর চলেনা, তবু কাজ নিয়ে
ফুরায় দিন-রাত
সময় ফেরেনা কারো
ফেরাতে পারেনা কেউ ফেরারী সময়
আতঙ্কে পোহায় শুভরাত।

এক তরফা প্রেমের মত

কেবল হাওয়া—
আগন্তুক হাওয়া
পশ্চিমী হাওয়ার উৎপাতে ঝরাপাতার পাক খাওয়া কেবল।
উদ্‌ভ্রান্ত বেশবাসে প্রকৃতিরা
বৈকালিকী প্রসাধনে বিব্রত
গল্পের জমাটি আসর সব মাটি হয়ে যায়।
অথচ এই চাতক মাটি হতে চায় একান্ত সরস
পশ্চাদভূমে গভীর আকৃতি—এক তরফা প্রেমের মত
চাওয়ার নম্রতা চাই—চাই জলদ মেঘ, বর্ষণ
তারই তল্লাসী চাপায় এক ঝাঁক আকাশের চিল যেন
ধূলোট শরীরে কারা সব উচ্ছিষ্টের মত
ক্লান্ত হয়ে আসে ?
ঈশানের মেঘে ভাসে তাদের উচ্ছ্বাস
উঠোনে মেলা ক্ষেত,
ওরা নেপথ্যের আবহশিল্পী।
দূরে অস্পষ্ট অলস বন্দরে
জীবিকার অন্বেষণে এসে এসে ক্ষান্ত হয়ে ফিরে গেছে যারা
তারা পথচারী বুঝি,—
জাহাজের আনাগোনা, ব্যস্ততার সংকল্প যজ্ঞে
বিজড়িত যারা
তারাও সঠিক জানেনা
কতদিন পোতাশ্রয়ে নোঙর করে থাকবে বিদেশী জাহাজ।
—কেবল মনে হয়
খালাসীর অভাবে খেসারত গোনে ধূসর বন্দর,
সে যেন এলোমেলো হাওয়ার প্রকোপে বিপর্য্যস্ত
এক তরফা প্রেমের মত বিকলাঙ্গ
পশ্চিমী হাওয়ার উৎপাতে পাক-খাওয়া কেবল।

হাতফিরি

সেই সব মৃত অন্ধকারে
আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভস্মলীন
সকলকার তো সমাধি মন্দির নেই
শিলাতে উৎকীর্ণ হয়নি
সকলকার নাম।
সাধ্যাতীত না হ'লেও
শ্মশান গ্রাস ক'রে নিতো জনপদ ;
চোদ্দ পুরুষের ভিটা
নাম গোত্র যাদের আমরা গচ্ছিত রেখেছি
শ্রাদ্ধ এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে
তারি আমরা সযত্নরক্ষক।

পুরুষানুক্রমে
আমরা নামগুলো গচ্ছিত রেখেছি
কালে কালে ওগুলো বাড়ছে
এক পিঁড়ি — দুই পিঁড়ি —
উত্তর পুরুষের হাতে হাতে ফিরছে.... .
পুরাতন হতে হতে আবার
লিখছে আবার তার নূতন পুরুষ।
বংশের মমতাঘেরা
পরিচয়ে আমরা দূর — সুদূর অতীতকে ভেবে পাচ্ছি
একটা অকূল সমুদ্র সংযোজিত
সংলাপের মত।
স্মৃতি মন্দির হলে একদিন কবে
এই যে শ্মশান গ্রাস করে নিত জনপদ
তাই নামগুলো হাতফিরি হচ্ছে
কতকাল — কতকাল।

একদিন গান শুনবে

একদিন গান শুনবে এই সব নির্জন মাঠ।
প্রকৃতির মুক্ত-অঙ্গনে
একক আর সমবেত গানের আসর ;
তখন
রূপসী ধানের চারার অবিরাম নাচে
মুগ্ধ হবে বিশ্বামিত্র আমার !
সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে ঐতিহ্যের মতন
একটা বিরাট ব্যাপ্তি কি রকম আশ্চর্য সঙ্কুচিত হয়ে'
পথ পাবে ছোট্ট হৃদয়ে
আর ব্যাপক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়বে অন্তঃস্থলে
সমস্ত সত্তায়।
এই শুষ্ক বাসন্তী মাঠে
বিবাহবাসর থেকে ভেসে ভেসে আসে যত
যান্ত্রিক গান ;
তখন মাঠের দিনে একবার দেখে যেও কণ্ঠশিল্পী
অন্ততঃ দর্শকের বেশে,
বোনা হবে সবুজ শীতলপাটী
শুনে যেও তারিই তালে উৎসারিত অনন্ত সংগীত ,
পল্লীর বৃষ্টির মূর্চ্ছনা কেমন অন্তরঙ্গ হবে
এই ক্ষীণস্রোত যখন আর নেই
বুকভরা জলের উতরোল
কাশফুল – গরবিনী চপলা নদীটি আকর্ষণ তুলবে।
– সব সবকিছু, শস্যের দানায় মুক্তার জন্ম যেমন
রেকর্ড সংগীতের ধারায় আবহমান কাল ঘুরছে

কৃষাণের নির্জন মাঠে ফসলের গান, –
এইখানে কিছুদিন স্বেচ্ছা নির্বাসনের ইচ্ছাতেই
একদিন সমাহিত হতে হবে
লোকালয়ের যান্ত্রিকতা শেষ হলে
এ দুরান্ত বিস্তীর্ণ মাঠের ব্যাপ্ত উচ্ছ্বাসে।

চড়কতলার মাঠে

ধান উঠে গেলে চড়কতলার মাঠে
নাড়া পিষে পায়ে পায়ে
সংক্ষেপ করে নেয় পথ
পীরপুর, কালিচক, আরো কটা গাঁয়ের মানুষ।
আঁকা বাঁকা মাজা মেঠো পথে
নেমে পড়ে, দেখে ওরা
সাজানো চাঁচরের গায়ে দাউ দাউ খাণ্ডবদাহ,
দোলযাত্রার মেলায় আবীর মাখে
পাঁপড়ের গন্ধ আর ডুগডুগি, বাঁশির আওয়াজে উৎসব
জমে' ওঠে জিলিপির রসে।
পুতুল নাচে পালাগান—'অহল্যা উদ্ধার'
অপেরাদলের যাত্রা—'সিঁদুর দিওনা মুছে'
ইয়াকুব আলির ম্যাজিক নাগরদোলা, মরণকূপ
মাঝে মধ্যে,—একটানা, বেশ চলে।
চড়কের উৎসব—চৈত্রের সং কালী সেজে নাচে
জিভে বান ফুঁড়ে সন্ন্যাসীরা চমক লাগায়।
আতঙ্ক জাগায় মাঝে মাঝে ডাকাতির জনশ্রুতি চুরি, ছিনতাই খুন
এই তো কদিন আগে এ মাঠের কালরাত্রি
খুন হয়ে গেছে ধরণীধর বিদ্যাপীঠের ছাত্র
পুলিশ, কুকুর, গোয়েন্দা সবই হ'ল—
হত্যার কিনারা হয়নি এখনো।
আবার আজ শুনি সাত সকালে
এক যুবতী বধূর লাশ ঘিরে উপচে পড়ছে ভীড় চড়কতলার মাঠে
পুরণো প্রেমের যোগসূত্র ছিন্ন করেছে তার স্বপ্নিল জীবন।
পীরপুর, কালিচক আরো কটা গাঁয়ের মানুষ
পায়ে পায়ে রক্ত মুছে অলক্ত পায়ে এ পথেই হাঁটে!
হালকরা মাটির বাধায় আবার মেয়াদী নিষেধে
ঘুরপথ দূরবর্তী মায়ায় জড়াবে
সবুজ সোনায় স্বপ্নঘেরা তিলোত্তমা হলুদ হলে
দুঃস্বপ্নের চড়কতলার কিংবদন্তী সংক্ষিপ্ত মেঠোপথে নামবে
চড়বে নাগরদোলায় দেখবে মরণ কূপ!

বাঁকের মুখে

মোড় ঘুরতেই একটু দেরী যা, –
হঠাৎ দেখা পুরনো মুখ
এখানেতেই দাঁড়িয়ে কিছু গল্প সেবে নেওয়া
সহজতর যবনিকায় ব্যথা।
সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি মেলে বিদায় দেওয়া
নিকটবর্তী কালেরা সব চুপ ;
আমার বুক – আমার ছোট্ট সুদূর বুক
আমাব দুঃখ ভরা অতল গাঙে
চিল উড়লেই কুঁটি,
থাকনা তবে বাঁকের মুখে স্মৃতির খেয়া সুখ
মুখ থুবড়ে নৌকোখানা উপুড় হয়ে কাদা মেখেই আছে
নৌকাডুবির জনশ্রুতি এই নদীতে
জোয়ার জলের ঢাকনা ঢেকে ভিন্ন প্রসংগেই
বাঁকের মুখে অন্যকথা রাখছে কিছু ছাপ
মাঝে মাঝেই দৃশ্যশেষ এ ব্যথার পরিমাপে।

১২-১২-১৯৭৪

বিস্তার

পতিতালয়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে
সেদিন এক অচেনা পথিক থুথু ফেলে গেছে
এই এখানে।
চেয়ে দেখলুম –
ভিতরের কান্না আমার মেঘভার হয়ে রইলো।
এমনি অনেক রোদ্দুরে শুকনো কত থুথু
ধূলোর বাতাসে পথ হতে গায়ে পড়েছে।
চেয়ে দেখলুম,
সে ধূলোয় ভূত হয়ে গেছি
পতিতা, পথিক, আমি।

সার্থক জন্ম আমার

সময় উত্তীর্ণ হলে আসা যাওয়ার দু'পক্ষই কৈফিয়ৎ চায়
তাই উদব্যস্ত সময়
ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে জীবনভোর।
নির্দিষ্ট পথের আশেপাশে নিরীক্ষণ বাকী রয়ে গেছে—
সময় উত্তীর্ণ হলে' আসা-যাওয়ার দু'পক্ষই কৈফিয়ৎ চায়।

গাঙচিল, বলাকা
খোড়ো হাঁস - শাঁখচিল চেনা হয়নি ভিন্নভাবে তাই
সবুজের নির্জন পাখী কত
অজানা কত রঙ্ সুদূরিকা রূপ!
আকাশ তো আকাশ
দেখিনি অবাক হয়ে দেশান্তরে বিচিত্র আকাশপট রঙের মাধুরী
সূর্য্যের উদয় অস্তে কী অপূর্ব অধরা সুন্দর!
সময় উত্তীর্ণ হলে আসা-যাওয়ার দু'পক্ষই কৈফিয়ৎ চায়।

কাঁটাঝোপ গাছেদের মাথায় হলুদ ফুলের কী নাম
এমনি অজস্রফুল বনের—পাহাড়ের
কিংবা সাজানো বাগানের,
অচেনা তরুলতার সান্নিধ্য পাইনি আজো
বিপুলা এ পৃথিবীর ব্যাপ্তি জানা নেই;
হলুদ নক্ষত্র কত লুকোচুরি খেলে নিঃসীম নীলে ছোঁয়া হয়নি বুড়ি
কোথায় যে কালপুরুষ, সন্ধ্যা, শুক, ধ্রুব, অরুন্ধতি!
বিদেশ বিভূঁইয়ে দর্শনীয় কত স্থান নতুন পুরনো শহর,
হাট-গঞ্জে উৎসব মানুষের মেলা
এমন কি পল্লীতেই অসংখ্য দৃশ্যের ধারে কাছে
এমন কি ও পাড়ায় বিলটির ধারে দু'দণ্ড দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই
সময় উত্তীর্ণ হলে আসা-যাওয়ার দু'পক্ষই কৈফিয়ৎ চায়।
এমনি সময় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট পথে
কোন্ অভীষ্ট লক্ষ্যে যেন—
সার্থক জন্ম আমার গাঁয়ের এ পাড়ায়!

সভাপতির ভাষণ

সবার শেষে আমি আমার কথা বলবো।
সভামঞ্চে যে সব অতিথি
তাঁদের নিজ নিজ আসন অলংকৃত ক'রেছেন।
তাঁদের বক্তব্যের শেষে
সময় যখন জুড়িয়ে জল হয়ে' যাবে
অতিথিদের ভাষণে আমি মুগ্ধ মন,
পাণ্ডিত্য আর ক্ষমতার কাছে বিস্মিত আমি
বিনম্র হৃদয়ে উঠে দাঁড়াবো।

গীতিকারের কথাকলি
সুরস্রষ্টার সুরনির্ঝর
শিল্পীর কণ্ঠ মাধুর্য্য – সবাই
আমাকে কোথায় পৌঁছে দিলে
মগ্ন, মুগ্ধ আমি আর কোন কথা বলবো না।

—আর কর্ম্মমুখর সংসারের কর্ম্মের আহ্বান চঞ্চল
ভাঙা ভাঙা জনতার অধৈর্য্যের মানসবীণায়
একটা সুমধুর সম্ভাষণের সুরধ্বনি তুলে
রেখে যাবো
সংক্ষিপ্তসার বক্তব্যের সশ্রদ্ধ নিবেদন।

সভার কাজ শেষ হবার আগে
নির্দ্ধারিত সমাপ্তি সংগীত শিল্পীর নাম ঘোষণা ক'রবো,
– তারপর।